26 JUL 2008 [illegible]

নিবার ১১ শ্রাবণ ১৪১৫
Saturday 26 July 2008

# সম্পাদকীয়

## চৌত্রিশটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

ইচ্ছামতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে সার্টিফিকেট প্রদান, শিক্ষার ন্যূনতম সুবিধার অনুপস্থিতি এবং শিক্ষার নামে বাণিজ্য করার ব্যাপক অভিযোগে দেশের ৩৪টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। বন্ধকৃত এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ, মেডিকেল টেকনোলজি এবং কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ রয়েছে। ওই একই অভিযোগে আরও ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করে দু'মাসের আলটিমেটাম দিয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবস্থার উন্নয়ন করতে না পারলে এগুলোও বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জানা যায়। সম্প্রতি আমাদের একটি সহযোগী দৈনিকে এ খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা একটি ব্যয়বহুল ও হাতে-কলমের শিক্ষা। এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। কিন্তু বোর্ডের স্বীকৃতি নিয়ে প্রতিষ্ঠার পরও তিন শতাধিক প্রতিষ্ঠানে এগুলোর কোনটিই নেই। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো দিনের পর দিন ভর্তিবাণিজ্য, সরকারি অর্থ লোপাট ছাড়া আর তেমন কিছুই করেনি। কারিগরি শিক্ষার নামে প্রতিষ্ঠান খুলে একশ্রেণীর রাজনীতিক, ব্যবসায়ীরা জনগণের সঙ্গে প্রহসন করছে। সরকারের এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ফিরে আসবে বলে আমরা মনে করি।

প্রতিবেদন সূত্রে আমরা আরও জেনেছি, এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বোর্ডের প্রণীত নীতিমালার তোয়াক্কা না করে শিক্ষার নামে বাণিজ্য ও প্রতারণা চালানোর অভিযোগ অনেক পুরনো। নাম প্রকাশ না করে একটি টিমের একজন সিনিয়র সদস্য জানান, একটি কিনডার গার্টেন চালাতে যতগুলো ক্লাসরুম দরকার, তার চেয়েও কম সংখ্যক ক্লাসরুম ও ল্যাবরেটরি নিয়ে বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠান চলছে। বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ বিষয়ে তদন্ত করে এ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা যায়। তদন্ত দলের সদস্যদের মতে, বোর্ডের অধীনে যেসব প্রতিষ্ঠান চলছে, তার মধ্যে হাতেগোনা মাত্র ৫-৬টি কারিগরি ইনস্টিটিউটে রয়েছে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা। শতকরা ৭০ ভাগই নীতিমালা মানছে না। আইন অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা না মানলে স্বীকৃতি বাতিল হবে।

গত বছর ৮ মে তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ডা. এএসএম মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে মোট ৭৭টি মেডিকেল টেকনোলজির শিক্ষা দানকারী প্রতিষ্ঠানকে অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ও শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত না করায় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ওই ৭৭টির মধ্যে ৩৫টি তখন বন্ধ হয়ে যায়। ওই সভায় স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষা কার্যক্রমের মতো একটি জটিল বিষয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ৭৭ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।

আমরা জানি, সারাদেশে কারিগরি বোর্ডের অধীন বর্তমানে ১৩টি সরকারিসহ ১০৪টি কৃষি কলেজ, ৪২টি মেডিকেল টেকনোলজি কলেজ, ৪৮টি সরকারিসহ ১৫৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৬টি সরকারিসহ ২৭টি টেক্সটাইল কলেজ এবং ১টি সরকারি ফরেস্ট্রি কলেজ রয়েছে। তবে এর বাইরে বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো বোর্ডের অনুমোদনের নামে অবৈধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বোর্ডের ১৩টি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আরও ২৭৪টি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতা দেয়া হয়েছে। সতর্ক নোটিশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ১০৯টি, কৃষি ডিপ্লোমা কলেজ ৯১টি, ডিপ্লোমা মেডিকেল কলেজ ৫৩টি এবং টেক্সটাইল কলেজ ২১টি। এগুলোর বেশির ভাগই ঢাকায় অবস্থিত।

আমরা মনে করি, সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে সব দুর্নীতি অনিয়মের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। শিক্ষা একটি জাতির বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এসব দুর্নীতিবাজ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারের আরও সোচ্চার হতে হবে। যেন কোনভাবেই আগের রাজনৈতিক সরকারগুলোর মতো আইনের ফাঁকফোকরে এঁরা বেরিয়ে আসতে না পারে-তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে।